জাতিভেদ - বর্ণবিদ্বেষ ?

মার্ক ৭:২৪-৩০

গত দু-সপ্তাহ যাবৎ আমরা যীশুকে ইহুদি সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী সমাজ-সংস্কারক হিসাবে দেখেছি। মার্ক ৭:১-১৩ পদে ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছকারী ইহুদি গুরুদের তৈরি পরম্পরার (খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়ার ধর্মীয় রীতি ও 'কোরবানের' নামে পিতা-মাতার অসমাদর) বিরুদ্ধে যীশু সোচ্চার হয়েছেন। আবার, মার্ক ৭:১৪-২৩ পদে, যীশু তাঁর আগমন ও আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কার্যের দ্বারা সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে শুচি ঘোষণা করেছেন।

আজ আমরা যে অংশটি পাঠ করেছি, সেখানে জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষাকে বা মনোভাবকে দেখতে পাই। এখানেও যীশু ইহুদি সমাজের সাধারণ চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইহুদিরা এমনভাবে জাতিভেদ বা বর্ণবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, যে অ-ইহুদিদের তারা মানুষ পর্যন্ত গণ্য করত না (কুকুরের সঙ্গে তুলনা করত)। যীশুও কি তাদের এমন চিন্তাধারাকে সমর্থন করেছেন ? কারণ, তিনি নিজে এখানে এই অ-ইহুদি স্ত্রী-লোকটিকে এমন কথা বলেছেন, "সন্তানদের খাদ্য কুকুরদের দেওয়া ভালো নয়" (২৮ পদ)।

আসুন, এই অংশের সঠিক উপলব্ধির জন্য আমরা মথির লেখা এই ঘটনার বিবরণ দেখি (মথি ১৫:২১-২৮)। মথি ও মার্কের লেখা বিবরণ দুটি একসঙ্গে দেখলে আমরা উপলব্ধি করি যে, মথির পাঠকেরা ছিল মূলত ইহুদি এবং মার্কের পাঠকেরা ছিল মূলত অ-ইহুদি। (১) স্ত্রী-লোকটির বর্ণনা দিতে গিয়ে মথি তাকে কেবল কনানীয় (২২ পদ) বলেছেন। তাঁর ইহুদি পাঠকেরা জানত এই কনানীয়রা কি প্রকার দুষ্টতাপূর্ণ ছিল ও তাদের জাতির বিরুদ্ধে কি প্রকার ব্যবহার করেছে (আদি ১২:৬;১৩:৭;৩৮:২;যিহোশূয় ৯:১-২৭)। কিন্তু মার্ক, স্ত্রী-লোকটির বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে গ্রিক, অর্থাৎ জন্ম থেকেই অ-ইহুদি, এবং জাতিতে সুর-ফৈনীকী, অর্থাৎ ফৈনীসিয়া অঞ্চলের (এর মূল শহর ছিল সোর ও সীদোন) অধিবাসী, আবার সেইসময় এই অঞ্চলটি ছিল সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। এমন বর্ণনার দ্বারা মার্ক, তাঁর অ-ইহুদি পাঠকদের কাছে এই অ-ইহুদি স্ত্রী-লোকটির প্রতি যীশুর দ্বারা প্রকাশিত মমতা ও নতুন আশাকে তুলে ধরেছেন। (২) মথির বর্ণনায়, স্ত্রী-লোকটি যীশুকে দায়ূদ-সন্তান হিসাবে সম্বোধন করেছেন। ইহুদি পাঠকেরা সবাই রাজা দায়ূদের সঙ্গে পরিচিত। মার্ক কিন্তু তাঁর অ-ইহুদি পাঠকদের কথা চিন্তা করে এমন উল্লেখ করেননি। (৩) মথির বর্ণনায় যীশুর শিষ্যেরা এগিয়ে আসেন স্ত্রী-লোকটিকে যীশুর কাছ থেকে দূর করতে। এমন ব্যবহার মথির ইহুদি-পাঠকদের কাছ থেকে আশা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মার্ক শিষ্যদের বিষয় কোন উল্লেখ করেননি। (৪) মথির বর্ণনানুসারে, যীশু স্ত্রী-লোকটির আচরণ দেখে মুগ্ধ হন এবং যীশুর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের প্রশংসা করেন। এর দ্বারা মথি তাঁর ইহুদি পাঠকদের বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য জন্মাধিকার যথেষ্ট নয় কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের প্রয়োজন। মার্ক যদিও সরাসরি স্ত্রী-লোকটির প্রতি যীশুর প্রশংসার কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু তার কন্যার সুস্থতার কারণ হিসাবে স্ত্রী-লোকটির বিশ্বাসযুক্ত কথার কথা উল্লেখ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করতে ভুলে যাননি। যীশুতে বিশ্বাসই আমাদের প্রত্যেককে (ইহুদি বা অ-ইহুদি) সুস্থ করে।

অবশ্য জাতিভেদ সম্বন্ধে যীশুর মনোভাব কী ছিল, সে প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও পাইনি। মথি ও মার্ক উভয়েই সন্তানদের খাবার কুকুরদের দিতে বারণ করার কথা যীশুর দ্বারা উক্ত করেছেন। তবে কি যীশুও আর সকল ইহুদিদের ন্যায় একই প্রকার বর্ণবিদ্বেষী ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের একটু গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। ঘটনার সাধারণ ব্যাখ্যার দ্বারা তা সম্ভব নয়।

যীশু যদিও অনেক সময় তাঁর শিক্ষাকে সরাসরি আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু এমন অনেক সময় আছে, যেখানে যীশু তাঁর শিক্ষাকে পরোক্ষভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। অনেকটা ঘুরিয়ে নাক দেখাবার মত। এখন যীশু যদি তাঁর সময়ের ইহুদিদের ন্যায় একই চিন্তার অধিকারী হতেন, তা'হলে তিনিও ভাবতেন এমন কথা, "অ-ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের কোন চিন্তা নেই; তাদের উপকার করা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ।" তাই যদি হত, যীশু শিষ্যদের কথা শুনে স্ত্রী-লোকটিকে বিদায় করে দিতেন, তাঁর কন্যাকে সুস্থ করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতেন না।

কিন্তু যীশু তাঁর কথার দ্বারা ইহুদি ও অ-ইহুদি সকল মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তিনি ইহুদিদের উদ্দেশে বলতে চেয়েছেন, "তোমরা এদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে থাক, তোমরা বলে থাক এদের জন্য ঈশ্বরের কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তা সত্য নয়, ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছিলেন, যেন তোমাদের মাধ্যমে সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পায় (আদি. ১২:৩), যেন তোমরা সমস্ত জাতির কাছে আলো ও পরিত্রাণস্বরূপ হও (যিশাইয় ৪৯:৬);কিন্তু তোমরা সেই কাজে ব্যর্থ হওয়ায় আমি নিজে এসেছি সেই কাজ পূর্ণ করতে। ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে। সমস্ত জাতির কাছে তাঁর পরিত্রাণ পৌঁছে দিতে। তাই, তোমাদের চেতনা দিতে আমি তোমাদের সামনে এই অ-ইহুদি স্ত্রী-লোকের বিশ্বাসের প্রশংসা করছি (মথি ৮:১০-১২; লূক ৪:২৫-২৭;যোহন ১০:১৬;মথি ১৫:৩১)।

একইসঙ্গে অ-ইহুদি আমাদের যীশু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবার জন্য আমরা কেউই যোগ্য বা যথেষ্ট নই। একমাত্র তাঁর অনুগ্রহের দ্বারাই আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি বা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার পেতে পারি। মৃত্যু বা বিনাশই আমাদের একমাত্র প্রাপ্য বিষয়। ঈশ্বরের সামনে গর্ব করার মতো কোনও সৎ কাজ আমাদের নেই। তা স্বীকার করার জন্য যেন আমরা এই স্ত্রী-লোকটির ন্যায় নিজেকে নত-নম্র করতে ও সত্যকে স্বীকার করতে (মথি ২২:১-১০; প্রেরিত. ১৩:৪৪-৪৮; ১৮:৬;রোমীয় ১:১৭) আগ্রহী হই। অনুতপ্ত ও পাপ-স্বীকারকারী প্রত্যেক পাপীই পায় পাপের ক্ষমা ও ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার।

দেশ, জাতি, বর্ণ, জন্ম, শিক্ষা, অর্থ, জীবিকা বা ধর্ম আমাদের পৃথক করে না। কারণ, আমরা সবাই পবিত্র ঈশ্বরের সামনে পাপী মানুষ, কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা পাপের ক্ষমা লাভই মানুষ হিসাবে আমাদের পৃথক করে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)